আধুনিক আরবী সাহিত্যে তায়মূর পরিবারের অবদান

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সূচীপত্র (المحتويات)

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রকাশকের নিবেদন	০৪
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	০৬
মুখবন্ধ	০৭
আধুনিক আরবী সাহিত্য	০৯
তায়মূর পরিবার (বংশ তালিকা)	১৪
পরিবার পরিচিতি	১৫
আহমদ তায়মূর	১৭
আয়েশা তায়মূরিয়াহ	৩৬
মুহাম্মাদ তায়মূর	৬৩
মাহমূদ তায়মূর	৬৮
সামগ্রিক বিচারে	৯০
গ্রন্থপঞ্জী	৯২

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের নিবেদن (كلمة الناشر)

১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বরে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক কর্তৃক তাঁর ছাত্র জীবনের গবেষণা অভিসন্দর্ভ এম.এ. থিসিস (১৯৭৫-১৯৭৬)-টি গ্রন্থাকারে বিদগ্ধ পাঠকমণ্ডলীর সামনে তুলে ধরতে পেরে আমরা আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করছি। সাহিত্যকর্মের উপর লিখিত গ্রন্থ হিসাবে এটাই 'হাদীছ ফাউণ্ডেশনে'র প্রথম মূল্যবান প্রকাশনা।

অত্র গবেষণাপত্রে মাননীয় লেখক মিসরের স্বনামধন্য তায়মূরী সাহিত্যিক পরিবারের শতবর্ষব্যাপী সাহিত্যকর্মের অনন্যসাধারণ বাণীচিত্র অংকন করেছেন। আরবী সাহিত্যে উক্ত পরিবারের অতুলনীয় অবদান মূল্যায়ন করতে গিয়ে তাঁর মধ্যে বাংলা সাহিত্যের যে আলোকোচ্ছটা বিচ্ছুরিত হয়েছে, সেটা যেকোন সাহিত্যামোদী পাঠকের হৃদয়কে আন্দোলিত করবে। সাথে সাথে তাঁর মধ্যে সমাজ সংস্কারের চেতনা যে কত বেশী, সেটাও দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে ফুটে উঠবে, যখন আমরা দেখব যে তিনি উদাহরণ পেশ করতে গিয়ে এদেশে ধর্মের নামে প্রচলিত মীলাদ প্রথা ও হিল্লা বিবাহের বিষয়টি বাংলাভাষী পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন।

আহমদ তায়মূর পাশার (১৮৭১-১৯৩০) মূল্যবান সংকলন 'যাবতুল আ'লাম' গ্রন্থে বর্ণিত ৬৬৪ জন ব্যক্তির মধ্যে তিনি অন্যদের নাম বাদ দিয়ে ধর্মের নামে প্রচলিত বিদ'আতী প্রথা 'মীলাদুন্নবী'র প্রতিষ্ঠাতা কূকূবূরীর নাম-পরিচয় উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তায়মূর পরিবারের কৃতিসন্তান 'মিসরীয় আরবী সাহিত্যে আধুনিক ছোটগল্পের জনক' এবং 'আরবী সাহিত্যের মোপাসাঁ' বলে খ্যাত মাহমূদ তায়মূর পাশা (১৮৯৪-১৯৭৩) তাঁর 'শাবাব ও গানিয়াত' নামক গল্পগ্রন্থের অন্যান্য ছোটগল্পের মধ্যে একটি অসাধারণ সামাজিক ছোটগল্প 'শায়খুয যাবিয়াহ' বা 'হুজরার শায়েখ' নামক গল্পটির অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকের সামনে পেশ করেছেন।

উক্ত ছোটগল্পের মধ্যে লেখক মাহমূদ তায়মূর পাশা তৎকালীন মিসরীয় সমাজে ধর্মব্যবসায়ী একদল পীর-ফকীরের মুখোশ উন্মোচন করেছেন। যারা একসাথে তিন তালাক দেওয়া বিচ্ছিন্ন দম্পতিদের পুনর্মিলন ঘটিয়ে দেওয়ার অজুহাতে 'হিল্লা'র নামে নিত্য-নতুন মহিলাদের অবাধে ভোগ করে যেতেন। সেই সাথে তারা এটাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বিধান হিসাবে ভক্তদের সামনে বয়ান করতেন।

মাননীয় গবেষকের এম.এ. থিসিসের সুপারভাইজর ও শিক্ষক ড. মুহাম্মাদ মুস্তাফিজুর রহমান (১৯৪১-২০১৪; পরবর্তীতে ৭ম ভাইস চ্যান্সেলর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া ২০০১-২০০৪)। তাঁর শ্বশুর মাদ্রাসা আলিয়া ঢাকার সাবেক প্রিন্সিপ্যাল ড. আইয়ুব আলী (১৮৮৭-১৯৯৫) প্রদত্ত গ্রন্থ সমূহ গবেষককে প্রদান করেন। যেসব গ্রন্থ ড. আইয়ুব আলী মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৫৫ সালে ডক্টরেট থিসিস রচনাকালে সংগ্রহ করেছিলেন। এম.এ. থিসিস রচনা শেষ হওয়ার পরে গ্রন্থগুলি সব তাঁকে ফেরৎ দেওয়া হয়।

জীবনের পড়ন্ত বেলায় এসে মাননীয় লেখক তাঁর ছাত্রজীবনের এই অমূল্য গবেষণাকর্মটি হাদীছ ফাউণ্ডেশনকে উপহার দেওয়ায় আমরা তাঁর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সেই সাথে তাঁর ও তাঁর মরহূম পিতা-মাতা, পরিবারবর্গ ও সন্তান-সন্ততিদের জন্য অত্র লেখনী পরকালীন নাজাতের অসীলা হৌক, এই প্রার্থনা করছি- আমীন!

নওদাপাড়া, রাজশাহী বিনীত
৩রা ফেব্রুয়ারী ২০২২, বৃহস্পতিবার। *-প্রকাশক।*

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

জীবনের প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে গবেষণা পত্র জমা দেওয়ার এই স্মরণীয় মুহূর্তে আমি আমার হৃদয়ের উজাড় করা ভক্তি, ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দকে। যাঁদের ঐকান্তিক দো'আ ও উৎসাহ না পেলে থিসিস লেখার চিন্তাই হয়তো আমি করতাম না।

অতঃপর বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান জনাব ড. সৈয়দ লুৎফুল হক ও মুহতারাম শিক্ষক প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ ইসহাক ছাহেবকে। কৃতজ্ঞতা জানাই শিক্ষক জনাব আবুবকর ছিদ্দীককে, যিনি আমাকে সর্বপ্রথম এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেন। শ্রদ্ধা জানাই অধ্যাপিকা সাহেরা খাতুনকে, যিনি আমাকে লাইব্রেরীতে বই অনুসন্ধানের ব্যাপারে উদারভাবে সহযোগিতা করেছেন। ভক্তি নিবেদন করি শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জনাব আ. ত. ম. মুছলেহুদ্দীন ছাহেবের পবিত্র করপুটে যিনি নিজের অমূল্য সময় ব্যয় করে মাঝে-মধ্যে আমার থিসিস দেখে দিয়েছেন এবং বিভিন্ন বইয়ের সন্ধান দিয়ে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

অতঃপর হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে ভক্তির স্থায়ী আসন সুদৃঢ় রইল,.. আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রেরণা, আমার সুপারভাইজর শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জনাব ড. মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমানের জন্য। একমাত্র যাঁরই দেওয়া বই-পত্র ও উৎসাহ-উদ্দীপনাকে পুঁজি করেই আমি এ অজানা বিষয়ে হাত দেবার দুঃসাহস করেছিলাম।

এই সুযোগে আমি আমার সকল বন্ধু ও মুরব্বীয়ানকে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি যাঁরা আমাকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন।

ইতি-

দো'আ প্রার্থী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

মুখবন্ধ

'তায়মুর' নাম শুনলেই আমাদের মনের কোণে স্বাভাবিক ভাবে ভেসে ওঠে সেই দিগ্বিজয়ী বীর তৈমুর লং-এর কথা। কিন্তু এই নামের আস্ত একটি সাহিত্যিক পরিবারও যে আছেন, এটা জানলাম তখনই, যখন আমার সুপারভাইজর শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জনাব ড. মুস্তাফীযুর রহমান আমাকে এ ব্যাপারে অবহিত করলেন। শুধু অবহিতই করলেন না বরং মিসরের এই ঐতিহ্যবাহী সাহিত্যিক পরিবার ও তাঁদের অমূল্য সাহিত্যকর্মসমূহকে বাংলাভাষী সাহিত্যানুরাগীদের নিকট পরিচিত করে তুলবার জন্য এ অকিঞ্চনকে উদ্বুদ্ধ করলেন।

তাঁর প্রেরণা ও পরামর্শকে আমি নির্দেশ মনে করে মাথা পেতে নিলাম। কিন্তু এ সাগর মন্থন করা যে কত দুরূহ, তা বুঝলাম তখনই, যখন পড়াশুনা শুরু করলাম। মুশকিল হ'ল যে, একেবারে সাম্প্রতিক কালের সাহিত্যিক হওয়ার কারণে এঁদের উপরে লেখা কোন বই-পুস্তক আমাদের দেশে তেমন পাইনি। সেকারণ সীমিত উপকরণ নিয়েই আমাকে এগোতে হয়েছে। তাই এখানে যা কিছু পরিবেশিত হয়েছে, তা যে এ পরিবারের বিরাট অবদানের তুলনায় কিছুই নয়, সেকথা বলাই বাহুল্য।

মিসরের তায়মূর পরিবার সম্পর্কে আমি সংক্ষেপে এতটুকুই বলব যে, এই পরিবারের অতুলনীয় সাহিত্যিক কর্মকাণ্ড ও ঐকান্তিক অধ্যবসায় আধুনিক আরবী সাহিত্যকে বর্তমান পর্যায়ে উন্নীত করতে একটি প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। এই পরিবারের অনন্য প্রতিভা আহমদ তায়মূর পাশা আরবী সাহিত্যের ঐতিহ্য সংরক্ষণে যে বিরাট সাধনা, ত্যাগ ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়েছেন এ যুগে তার তুলনা বিরল। কবিতা ও প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে মিসরীয় নারী জাগরণে নেত্রীর ভূমিকা পালন এই পরিবারের আয়েশা তায়মূরিয়ার অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব। আধুনিক মিসরীয় ছোট গল্পের

প্রবর্তক মুহাম্মাদ তায়মূর এ পরিবারেরই ক্ষণজন্মা প্রতিভা। 'আরবী সাহিত্যের মোপাসাঁ' বলে খ্যাত মাহমূদ তায়মূর আজও তাঁর বৃদ্ধ বয়সে নিরলস সাহিত্য সাধনা করে চলেছেন।

সবশেষে আমি আশা করবো যে, সীমিত উপকরণের ভিত্তিতে রচিত অত্র গবেষণা পত্র বাংলাভাষী পাঠকদের মনে উৎসাহ সৃষ্টি করবে এবং আগামী দিনের গবেষকদের জন্য পথ প্রদর্শন করবে।

ইতি-

দো'আ প্রার্থী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

শিক্ষাবর্ষ : ১৯৭৫-৭৬

আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

بسم الله الرحمن الرحيم

আধুনিক আরবী সাহিত্য

আধুনিক আরবী সাহিত্য বলতে আমরা আরবী সাহিত্যের আধুনিক যুগকে বুঝি। প্রাচীন যুগের আরবী সাহিত্য সে কালের যুগমানসের মুখপত্র ছিল। সে সাহিত্যে সে যুগের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-বিরহ, সামাজিক প্রথা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটেছে। ফলে সে যুগের সাহিত্যের ভাবধারা এযুগের সাহিত্যের ভাবধারা ও প্রকাশভঙ্গীর সঙ্গে মিল হ'তে পারে না। আর এ অর্থেই আমরা এযুগের রীতিসমৃদ্ধ আরবী সাহিত্যকে 'আধুনিক আরবী সাহিত্য' বলি। এক্ষেত্রে বলা আবশ্যক যে, ভাষা ও সাহিত্য এক বস্তু না হ'লেও পরস্পর নিরপেক্ষ নহে। তাই সাহিত্যের অগ্রগতি ও অবনতির সাথে ভাষা অপরিহার্যভাবে জড়িত।

আরবী একটি জীবন্ত ভাষা। একমাত্র এভাষাই তার হাযার বছরের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের ভিত আজও অটুট রেখেছে। দেড় হাযার বছর পূর্বে আরবী যে শব্দের যে অর্থ ছিল, আজও সেই শব্দ সেই অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাই বলে আরবী কোন বন্ধ্যা ভাষা নয়। বরং বিবর্তনশীল জগতের সকল চাহিদা মিটিয়ে এ ভাষা একটি ক্রমোন্নতিশীল প্রাণবন্ত ভাষা। প্রাক-ইসলামী যুগ হ'তে শুরু করে এযাবৎকাল পর্যন্ত এ ভাষার ইতিহাসে রচিত হয়েছে উত্থান-পতনের বহু রোমাঞ্চকর অধ্যায়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াবলীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধারাসমূহ বুকে নিয়ে এ ভাষা যেমন একদা সারা বিশ্ব সভ্যতায় নেতৃত্ব দিয়েছে, পরিচিত হয়েছে বিশ্বের প্রায় সকল সভ্যজাতির ভাষাসমূহের সাথে, তেমনি ইতিহাসের চরমতম রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে কয়েকশত বৎসরের সঞ্চিত নিজের সকল অমূল্য রত্নভাণ্ডার টাইগ্রিসের উন্মত্ত স্রোতে বিসর্জন দিয়ে সাক্ষাৎ অবলুপ্তির কিনারে পৌঁছে যাওয়ার মর্মান্তিক অভিজ্ঞতাও এর রয়েছে। আরও রয়েছে পাশ্চাত্যের খৃষ্টান জগতের সাথে একাধারে প্রায় দু'শ বছর (১০৯৫-১২৯১ খৃ.) যাবৎ ক্রুসেডের সুদীর্ঘ সামরিক অভিজ্ঞতা। কিন্তু সকল যুগের সকল অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে সকল চাহিদা মিটিয়ে এ ভাষা আজও নিজ স্বাতন্ত্র্যে দীপ্যমান। তাই বহু অভিজ্ঞতার চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে পূর্ণ-পরিপক্ক এ ভাষা বর্তমান আধুনিক যুগের চাহিদাসমূহ মিটিয়েও যে তার

চিরন্তন স্বাতন্ত্র্যের স্বর্ণালী মর্যাদা সমুন্নত রাখবে- এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। বরং বলা যেতে পারে যে, অন্যান্য যে কোন ভাষার তুলনায় আরবী ভাষার বিপুল শব্দভাণ্ডারই (rich vocabulary) তাকে এই স্থায়ী সমৃদ্ধি উপহার দিয়েছে।[১]

যুগের দাবী অনুযায়ী বহু বিদেশী শব্দ গ্রহণ করেও এ ভাষা অদ্যাবধি তার কলুষহীন স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলেছে, তার একটিমাত্র কারণ তার বুকে রয়েছে পবিত্র কুরআন ও হাদীছের অবস্থিতি। কেননা কুরআন নাযিলের পূর্ব পর্যন্ত আরবী সাহিত্য তার রীতি ও গঠনপ্রকৃতিতে উন্নত ছিল না (not rich in forms and constructions)।[২] অতঃপর আল-কুরআনই সর্বপ্রথম আরবী গদ্য সাহিত্যের চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় রীতি-পদ্ধতির প্রবর্তন করে (fixed in an unchanged form)।[৩] ফলে আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন প্রান্তের অধিবাসীদের কথাও আরবী সকলের জন্য বোধগম্য না হলেও তাদের লিখিত সাহিত্যিক বা ক্লাসিক আরবী সকলের পক্ষে বোধগম্য হয়ে থাকে। কেননা লেখ্য ও ক্লাসিক আরবীতে সকলেই কুরআনের প্রবর্তিত সাহিত্যিক ধারা অনুসরণ করে থাকে।[৪] তাই বিভিন্ন আরব গোত্রের মধ্যকার উপভাষাগত (dialectical) বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও সকলের অনুসৃত উপরোক্ত সাহিত্যগত ঐক্যই আরবী ভাষাকে বিভিন্ন স্বতন্ত্র ভাষায় বিক্ষিপ্ত হয়ে অস্তিত্ব বিলুপ্তির আশংকা হ'তে রক্ষা করেছে। যেমনটি হয়েছে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা ল্যাটিনের ভাগ্যে।[৫] যা বিভক্ত হয়ে বর্তমানে ফরাসী, ইতালীয়, স্পেনীয় প্রভৃতি স্বতন্ত্র ভাষায় রূপ লাভ করেছে। এমনিভাবে অন্যতম সমৃদ্ধ ভাষা সংস্কৃতও আজ ক্রম-বিলুপ্তির পথে।

পক্ষান্তরে আরবী ভাষা তার বিভক্তি বা বিলুপ্তি দূরে থাক, এ ভাষা ক্রমেই উন্নতির সোপান বেয়ে চলেছে। তার একটিমাত্র কারণ, এ ভাষা যুগের দাবীকে যেমন অস্বীকার করেনি, তেমনি আধুনিক হওয়ার নামে আপন হারিয়ে সর্বহারাও হয়ে যায়নি। বরং পূর্বেকার যেকোন অবস্থার ন্যায়

১. এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম ১ম খণ্ড ৫৬৬ পৃ.।
২. প্রাগুক্ত।
৩. ক্যাসেলস এনসাইক্লোপেডিয়া অব লিটারেচার ১ম খণ্ড ২৯ পৃ.।
৪. এনসাইক্লোপেডিয়া আমেরিকানা ২য় খণ্ড ১২৩ পৃ.।
৫. প্রাগুক্ত।